দৈনিক ইনকিলাব

52

তারিখ ... JUL 28 1999 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম 2 ......

ইসলাম-ইসলামী মূল্যবোধ মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধ না হলে সরকারকে চরম মূল্য দিতে হবে

ইসলামী ছাত্রশিবির

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মতিউর রহমান আকন্দ বলেছেন; আওয়ামী লীগ সরকার তার ৩৭ মাসের শাসনামলে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংসে নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছে। তিনি গতকাল ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের ২য় সাধারণ অধিবেশনে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছিলেন। ঢাকার মগবাজারস্থ আল-ফালাহ মিলনায়তনে এই বৈঠক শুরু হয়েছে।

শিবির সভাপতি বলেন, এদেশের ইসলামী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা বন্ধের জন্য সরকার আজ উঠে পড়ে লেগেছে'। যে সাড়ে চার হাজার মাদ্রাসার এমপিওভুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা কেবল মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধেই নয় এদেশের ইসলামী পরিচয় নস্যাতেরই নামান্তর। ইসলামী ছাত্রশিবিরের কার্যকরী পরিষদকে সরকারকে এই সিদ্ধান্ত বাতিল করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। এই সরকারের অধীনে কোন কিছুই নিরাপদ নয়। শিবির সভাপতি বিশ্বব্যাপী মুসলিম নির্যাতনের উল্লেখ করে বলেন, কসোভোয় এবং কাশ্মীরে মুসলমানদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। অধিবেশনের প্রথম দিনে মাদ্রাসা শিক্ষা সংক্রান্ত এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয় ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের একমাত্র দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র মাদ্রাসাসমূহ বন্ধ করে দেয়ার জন্য একটি ভুয়া তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রায় সাড়ে চার হাজার মাদ্রাসা বন্ধের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

শিবিরের পরিষদ সুস্পষ্টভাবে অভিমত ব্যক্ত করে যে, ইসলাম-ইসলামী মূল্যবোধের এবং মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধ না করলে সরকারকে চরম মূল্য দিতে হবে।

দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোর স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকারী দলের সন্ত্রাস বন্ধ, পুলিশকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন, শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি এবং সর্বস্তরে নৈতিক শিক্ষার চালুর প্রতিও পরিষদ গুরুত্বারোপ করে। ইসলামী ছাত্রশিবিরের পরিষদ দেশের ছাত্র-শিক্ষক, ওলামা, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীসহ সর্বস্তরের নাগরিকদের সরকারের সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকারও আহবান জানায়।